দুনিয়ায় কোন বিচারকের রায়ের ফলে আল্লাহ কর্তৃক হারাম(নিষিদ্ধ) বিষয় হালাল(জায়িয) হয় না।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ **দুনিয়ায় কোন বিচারকের রায়ের ফলে আল্লাহ কর্তৃক হারাম(নিষিদ্ধ) বিষয় হালাল(জায়িয) হয় না।**

ইবনে কাসীর সুরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের ব্যখ্যায় বলেছেনঃ

উম্মে সালামাহ(রা) থেকে বর্ণিত, রাসুল(সাঃ) বলেছেনঃ 'আমি একজন মানুষ, লোকেরা আমার নিকট বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হয়। সম্ভবত একজন অপরজন অপেক্ষা বেশী যুক্তিবাদী। তার যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে আমি হয়তো তারই স্বপক্ষে ফায়সালা করে থাকি (অথচ ফায়সালা প্রকৃত ঘটনার বিপরীত)। তবে জেনে রেখ, যে ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ফায়সালা করার ফলে কোন মুসলিমের হক আমি তাকে দিয়ে দেই, ওটা হচ্ছে আগুনের টুকরা। সুতরাং সে যেন ওটা না নেয়। (ফাতহুল বারী ১৩/১৯০, মুসলিম ৩/১৩৭৩) ,আমি বলি যে এই আয়াত এবং এই হাদীস এই বিষয়ের উপর দলীল যে, বিচারকদের বিচার কোন মামলার মূল শরীয়তকে পরিবর্তন করে না। প্রকৃতপক্ষে যা হারাম তা কাজীর ফাসালায় হালাল হয়ে যায় না এবং যা হালাল তাও হারাম হয়ে যায় না।

কাজী বা বিচারকদের ফায়সালা শুধুমাত্র বাহ্যিকের উপর হয়ে থাকে, অভ্যন্তরে তা পূর্ণ হয় না। বিচারকের ফায়সালা যদি প্রকৃত ব্যপারের সাথে মিলে যায়, তাহলে তো ভালই। সাক্ষীর কারণে বিচার ভিন্নতর হলে

বিচারক তো প্রতিদান পেয়ে যাবেন। কিন্তু ঐ মীমাংসার উপর ভিত্তি করে হককে না হক এবং না হককে হকে পরিণতকারী সাক্ষ্যদানকারী আল্লাহ তা'য়ালার নিকট অপরাধী বলে বিবেচিত হবে এবং তার উপর ঐ শাস্তি আপতিত হবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা বাকারাহ, আয়াতঃ১৮৮

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (188)

তোমাদের নিজেদের দাবীর অসারতা জেনে শুনে জনগণের মাল ভক্ষণের উদ্দেশ্যে মিথ্যা মোকদ্দমা সাজিয়ে এবং মিথ্যা সাক্ষী ঠিক করে অবৈধ পন্থার মাধ্যমে বিচারককে ভূল বুঝিয়ে নিজেদের দাবীকে সাব্যস্ত কর না।

কাতাদাহ (রঃ) বলেনঃ হে জনমন্ডলী! জেনে রেখ, বিচারকের মীমাংসা তোমার জন্য হারামকে হালাল এবং অন্যায় কে ন্যায় করতে পারে না। কাজী তো নিজের বিবেকের মাধ্যমে সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুসারে বাহ্যিক অবস্থা দেখে বিচারের রায় দিয়ে থাকেন। তাছাড়া তিনি তো মানুষ। সুতরাং তার দ্বারা ভূল হওয়াও সম্ভব এবং তার ভূল থেকে বেঁচে থাকাও সম্ভব।

তাহলে জেনে নাও যে, বিচারকের ফায়সালা যদি সত্য ঘটনার উলটা হয় তাহলে শুধুমাত্র বিচারকের মীমাংসা বলেই ওকে বৈধ মাল মনে কর না । এই বিবাদ থেকেই গেল।

কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ দু'জনকেই একত্রিত করবেন এবং অন্যায়কারীদের উপর হকদারদেরকে বিজয়ী করে তাদের হক

অন্যায়কারীদের নিকট হতে আদায় করিয়ে দিবেন এবং দুনিয়ায় যে মীমাংসা হয়েছিল তার বিপরীত মীমাংসা করে তার সওয়াব সমূহ হতে হকদারকে ওর বিনিময় দিয়ে দিবেন। (তাবারী ৩/৫৫০)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, অন্যের হক অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা অর্থ আগুন ভক্ষণ করা। আমরা এ ধরণের কাজ করা থেকে বিরত থাকি। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে অবিচল রাখুন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....